মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৫ বর্ষ ৩৫৬ সংখ্যা	পুরুল্যা	৩০ মার্চ, ২০২৪, শনিবার	১৬ চৈত্র, ১৪৩০	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
25 yr 356 Issue	Purulia	30 March, 2024, Saturday	16 Chaitra, 1430	Price- Rs.3.00	

‘শিশুরা ‘আই’ বলার পাশাপাশি এআই-ও বলবে’ঃ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ দিনকাল যা আসছে, শিশুরা ‘আই’ (মরাঠি ভাষায় মা)-এর পাশাপাশি এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স)-ও বলবে। মাইক্রোসফ্‌টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সঙ্গে আলোচনায় এই কথাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এআই, মহিলাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন দু’জন। প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন, জি২০ সম্মেলনে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমেই তাঁর ভাষণ ২০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় এআই কতটা জরুরি, সেই নিয়ে গেটসের সঙ্গে কথা বলেন মোদী। তাঁর কথায়, ‘‘এআই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করেই বলি যে, আমাদের দেশে আমরা মাকে আই বলি। আমি বলছি, এখন শিশুরা জন্মালে আইয়ের পাশাপাশি এআই-ও বলবে। কারণ শিশুরা এখন অনেক আধুনিক।’’ গেটসকে তাঁর নমো অ্যাপের মাধ্যমে ছবি তুলতে বলেন মোদী। তার পর দেখিয়ে দেন, কী ভাবে ওই অ্যাপ কারও মুখের ছবি দেখে ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারে। ভারতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রশংসা করেছেন গেটস। তবে এর পর এআই প্রযুক্তির খারাপ দিকগুলিও তুলে ধরেছেন মোদী। তিনি জানিয়েছেন, এইআই প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিপফেক কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে। এ সব আটকানোর জন্য কিছু বিধি থাকা দরকার। তাঁর কথায়, ‘‘ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ ডিপফেক ব্যবহার করতে পারেন। এই ডিপফেক কনটেন্ট অনেক সময়ই এআই ব্যবহার করে তৈরি হয়, এটা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের কিছু কর্তব্যবিধি স্থির করা উচিত।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘এআইকে জাদুযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হলে অবিচার হতে পারে। কুঁড়েমির জন্য যদি এর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করি, তা হলে বিপদ।’’ প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর মতে প্রযুক্তির সুফল সকলেরই প্রাপ্য। গ্রামে কী কী প্রযুক্তি তিনি চালু করেছেন, তা-ও জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বের অন্য দেশে যখন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বৈষম্যের কথা শুনি, তখন ভাবি, আমার দেশে এ সব হতে দেব না। সকলের জন্য ডিজিটাল পরিকাঠামো প্রয়োজন।’’ তিনি এ-ও জানিয়েছেন, এ দেশে মহিলারা প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক এগিয়ে। এদিকে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদী বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মোদী জমানাতেই বেকারত্ব ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল বলে জানিয়েছিল সরকারি পরিসংখ্যানই।

বাঁকুড়ার বদলে বরাহনগরে সায়ন্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ তাঁর আশা ছিল, দল তাঁকে বাঁকুড়া লোকসভায় প্রার্থী করবে। প্রার্থী হতে না পেরে অভিমানের কথা প্রকাশ্যে বলেও ফেলেছিলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর অভিমানের দাম পেলেন অভিনেত্রী। বাঁকুড়া লোকসভার বদলে তাঁকে বরাহনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী করল শাসক তৃণমূল। আগামী ১ জুন ওই আসনে ভোটগ্রহণ। ফল ঘোষণা লোকসভার ফল ঘোষণার দিন, ৪ জুন। পাশাপাশি ইদ্রিস আলির মৃত্যুর কারণে বিধায়কশূন্য ভগবানগোলাতে রেয়াত হোসেন সরকারকে উপনির্বাচনের প্রার্থী করেছে তৃণমূল। অনেকেই বলছেন, ‘নাকের বদলে নরুন’-এর মতো শোনালেও এই প্রাপ্তিতে সায়ন্তিকার খুশিই হওয়া উচিত। আর যদি তিনি বরাহনগরে জিতে বিধায়ক হতে পারেন, তা হলে তো তাঁর পরিষদীয় রাজনীতিতে যাওয়ার স্বপ্নও পূরণ হয়ে যাবে। বিধায়ক পদ থেকে তাপস রায়ের ইস্তফার কারণে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই বরাহনগর কেন্দ্রে সজল ঘোষকে প্রার্থী করেছে। সেই সজলের বিরুদ্ধেই সায়ন্তিকাকে প্রার্থী করল তৃণমূল। অনুষ্ঠানিক ভাবে নাম ঘোষণার আগেই অবশ্য বরাহনগরে রটে গিয়েছিল, সায়ন্তিকাকে প্রার্থী করা হচ্ছে। স্থানীয় স্তরে তৃণমূলের একটি অংশ তা নিয়ে মৃদুমন্দ ক্ষোভও দেখায়। সিঁথি, টবিন রোড, আলমবাজার-সহ বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার পড়ে, ‘আমরা রাজনৈতিক প্রার্থী চাই।’ ২০২১ সালে বিজেপি এখানে পার্নো মিত্রকে প্রার্থী করেছিল।

জাতীয় দলের ছবি প্রচারে ব্যবহার নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোনও ছবি বা ভিডিয়ো ভোটের প্রচারে ব্যবহার করা যাবে না। বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বহরমপুরে তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল কংগ্রেস। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করল কমিশন। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে লিখিত ভাবে ইউসুফকে জানানো হয়েছে, জাতীয় দলের ছবি তিনি নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে যে ছবি প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা-ও সরিয়ে ফেলতে হবে অবিলম্বে। ২০১১ সালে ভারত যখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলের সদস্য ছিলেন ইউসুফ। বিশ্বকাপ জয়ের সেই মুহূর্ত এবং ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ছবি নিজের নির্বাচনী প্রচারের ফ্লেক্সে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। তাতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। কমিশনে এই সংক্রান্ত অভিযোগপত্র জমা দিয়েছিল কংগ্রেস। তাদের যুক্তি ছিল, বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্ত গোটা দেশের জন্য যেমন গর্বের, তেমন আবেগেরও বটে। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এই মুহূর্তকে ব্যবহার করা উচিত নয়। সচিন জাতীয় তারকা। তাঁর ছবি ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারও আদর্শ আচরবিধির বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের অভিযোগের পর মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট তলব করে কমিশন।

ডায়মন্ড হারবার থেকে ভোটে লড়তে প্রস্তুতঃ নওশাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ ডায়মন্ড হারবার থেকে তিনি ভোটে লড়তে প্রস্তুত। দলের অনুমোদন পেলেই প্রচার শুরু করে দেবেন। জানালেন ভাঙড়ের আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট) বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। শুক্রবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ডায়মন্ড হারবারের বর্তমান সাংসদকে ‘প্রাক্তন’ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। গত কয়েক মাস ধরেই নওশাদ বলে আসছেন, তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার থেকে ভোটে দাঁড়াতে চান। দল অনুমতি দিলেই প্রার্থী হবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এমনকি, নওশাদের দাদা পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকিও ধর্মীয় সভা থেকে বলেছিলেন, ‘‘আমরা ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী দেব।’’ তার পর সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়। কিন্তু নওশাদের ওই কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারেনি আইএসএফ। শুক্রবার নওশাদ বলেছেন, ‘‘আমি লড়তে প্রস্তুত। আশা করি, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে দলের অনুমোদন পেয়ে যাব। আমি ডায়মন্ড হারবার থেকেই ভোটে দাঁড়াতে চাই। ওখানে এই মুহূর্তে যে বিদায়ী সাংসদ রয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আমি লড়ব এবং তাঁকে ‘প্রাক্তন’ করে দেব। আমি জিতব বলেই আশাবাদী। আমি তো তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছি। আমার হারের ভয় নেই।’’ জয় সম্পর্কে নওশাদ এত নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী হলে কেন তাঁর দল এ বিষয়ে একমত হতে সময় নিচ্ছে? নওশাদ বলেন, ‘‘দলে আলোচনা চলছে। তবে আর বেশি সময় লাগবে না।’’ আইএসএফের একটি সূত্রে খবর, নওশাদ অভিষেকের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ান, তা দলের অনেকেই চাইছেন না। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে নওশাদকে অনুরোধ করেছেন। তাঁদের যুক্তি, নওশাদ ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়াই করলে অন্যান্য কেন্দ্রে আইএসএফের প্রচার ধাক্কা খাবে। তবে নওশাদ এ বিষয়ে এখনও অনড়। ডায়মন্ড হারবারে নওশাদ প্রার্থী হলে তাদের আপত্তি নেই বলে আগেই জানিয়েছে সিপিএম। আসন সমঝোতার স্বার্থে সেখানে প্রার্থী দেওয়ার দাবি জানায়নি কংগ্রেস। কুণাল ঘোষ নওশাদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাকে কটাক্ষ করেছেন।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

অবশেষে ব্যবসায় জোট আদানি–আম্বানির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ মধ্যপ্রদেশে গৌতম আদানির মালিকানাধীন একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২৬ শতাংশ অংশীদারত্ব কিনছেন দেশটির আরেক ধনকুবের মুকেশ আম্বানি। এর ফলে ভারতের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শতকোটিপতির (বিলিয়নিয়ার) মধ্যে এটাই হতে চলেছে প্রথম কোনো অংশীদারি ব্যবসায়িক উদ্যোগ। ভারতের শেয়ারবাজারে কোম্পানি দুটির দেওয়া আলাদা আলাদা ঘোষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর ইকোনমিক টাইমসের ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আদানি পাওয়ারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মাহান এনারজেন লিমিটেডের ৫ কোটি শেয়ার কিনে নেবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। ১০ রুপি অভিহিত মূল্য বা ফেসভ্যালুতে এ শেয়ার কিনবে রিলায়েন্স। তাতে এসব শেয়ারের দাম দাঁড়ায় ৫০ কোটি রুপি। এ বিনিয়োগের বিপরীতে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার করবে রিলায়েন্স। আম্বানি ও আদানি উভয়েই ভারতের গুজরাট রাজ্যের বাসিন্দা। দেশটির শীর্ষ ধনীর তালিকায় তাঁদের নাম পিঠাপিঠি থাকে। শুধু ভারতেই নয়, এশিয়ায় শীর্ষ সম্পদশালীর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য তাঁদের মধ্যে বছরের পর বছর প্রতিযোগিতা হয়। অতীতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদ ও মতামতে এ দুই ব্যবসায়ীকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে এবার সে ধারণায় ছেদ পড়ল। চলতি মাসের শুরুতে গুজরাটের জামনগরে আম্বানির ছোট ছেলে অনন্তের প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠানেও আদানি উপস্থিত ছিলেন। মুকেশ আম্বানির ব্যবসা প্রধানত তেল-গ্যাস থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রি ও টেলিকম খাতে বিস্তৃত। আর গৌতম আদানির ব্যবসা কার্যক্রম চলছে সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, কয়লা ও খনি পরিকাঠামোতে। খুব কম ক্ষেত্রে তাঁরা একে অপরের ব্যবসায়িক পথ অতিক্রম করেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত; যেখানে উভয়ই কয়েক শ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম নবায়নযোগ্য জ্বালানি (বিদ্যুৎ) উৎপাদনকারী হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন আদানি। সোলার মডিউল, উইন্ড টারবাইন ও হাইড্রোজেন ইলেকট্রোলাইজার তৈরির জন্য তিনটি বৃহৎ (গিগা) কারখানা তৈরি করছে আদানির মালিকানাধীন কোম্পানি। অন্যদিকে আম্বানি গুজরাটের জামনগরে চারটি গিগা কারখানায় সৌর প্যানেল, ব্যাটারি, সবুজ হাইড্রোজেন ও ফুয়েল সেল বানাবেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের শর্ট সেলার হিনডেনবার্গ রিসার্চ ভারতের আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্টক জালিয়াতির অভিযোগ তোলে।

সরে যেতে হলো বোয়িংয়ের শীর্ষ কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ পরপর কয়েকটি দুর্ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত বোয়িংয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা বিদায় নিচ্ছেন। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এয়ারলাইনসের কর্তাদের বিদ্রোহের মুখে পদ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বোয়িংয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা। যাঁরা পদ ছেড়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বোয়িংয়ের প্রধান নির্বাহী ডেভ ক্যালহুন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, বোয়িংয়ের গ্রাহক অর্থাৎ বিভিন্ন বিমান পরিবহন সংস্থার কর্মকর্তারা বোয়িংয়ের প্রধান নির্বাহী ডেভ ক্যালহুনকে ছাড়া একটি বৈঠকের জন্য রীতিমতো বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁদের মানসিকতা বুঝতে পেরে বোয়িংয়ের পর্ষদ আগেভাগেই পরিবর্তন আনে। গত সপ্তাহে বোয়িংয়ের ম্যাক্স উড়োজাহাজ ব্যবহারকারী বিভিন্ন বিমান পরিচালনা সংস্থা বোয়িংয়ের পর্ষদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি জানায়। তারা মূলত সংস্কারকাজের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ জানাতে এই বৈঠকের দাবি করে। তবে বোয়িংয়ের চেয়ারম্যান ল্যারি কেলনার বহুপক্ষীয় বৈঠকের বদলে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পাল্টা প্রস্তাব দেন। এরপর শীর্ষ কর্তাদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। জানা গেছে, এ বছরের শেষ নাগাদ অবসরে যাবেন উড়োজাহাজ নির্মাতা মার্কিন প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের প্রধান নির্বাহী ডেভ ক্যালহুন। সোমবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এ ছাড়া বোয়িং কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেনসের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্ট্যান ডিলও পদে থাকছেন না। এখন শীর্ষ কর্তাদের বিদায়ের পর জেট বিমানের সরবরাহ নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে বোয়িংয়ের গ্রাহকদের দাবিদাওয়া অব্যাহত আছে। তাঁরা চাইছেন, উৎপাদন খাতে দীর্ঘ সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এমন একজন মানুষকে প্রধান নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া হোক। এয়ার কানাডার সাবেক প্রধান নির্বাহী কালিন রভিনেসকু বলেন, বোয়িংয়ের গ্রাহক ও যাত্রীরা এখন দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের কথা চিন্তা করছে, নিছক ছোটখাটো বা স্বল্প মেয়াদি পরিবর্তন দিয়ে তা সম্ভব হবে না। এয়ার কানাডার প্রধান নির্বাহী রয়টার্সকে আরও বলেন, একটা সময় আসে, যখন আপনার পক্ষে আর এই ভান করে থাকা সম্ভব নয় যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। এটাই এখন সময়ের দাবি, সব বিমান পরিবহন সংস্থার পক্ষ থেকে এখন সম্ভবত এ কথাই শোনা যাচ্ছে। চলতি সপ্তাহের সোমবার শীর্ষ কর্তাদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেদিন ক্যালহুন কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, তিনি কিছুদিনের জন্য পদ ছেড়ে যাচ্ছেন। সেদিন তিনি আরও বলেন, যেসব সমস্যা হয়েছে, কোম্পানি সেগুলো মেরামত করার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে বোয়িং আবার স্থিতিশীল হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে তাঁর এই মন্তব্যের বিষয়ে বোয়িং আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত মানুষ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো বোয়িংয়ে পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর। ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার লায়ন এয়ারের বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স-৮ বিমান ভেঙে মারা যান ১৮৯ জন। এর কয়েক মাস পরেই ইথিওপিয়ান উড়ান সংস্থার ওই ম্যাক্স বিমানই ভেঙে পড়ে মারা যান ১৫৭ জন। এরপরই ম্যাক্স বিমানের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়। অনেক বিমান সংস্থা ম্যাক্সের উড়ান বন্ধ করে দেয়।

সোনা (১০গ্রাম): ৬৬৯৮৭
রূপা (১ কেজি) : ৭৪০২৮
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৬

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৬৫১.৩৫
নিফটি—	২২৩২৬.৯০
ন্যাসডাক—	১৬৩৭৯.৪৬
এ.সি.সি—	২৪৯৪.৭৫
ভারতী টেলি—	১২৩৬.২০
ভেল—	২৪৭.২০
এল এন্ড টি —	৫৪৫৪.১৫
টাটা মোটর্স—	৯৯৩.০০
টি.সি.এস. —	৩৮৮৩.৫৫
টাটা স্টিল—	১৫৫.৯০
ডাবর —	৫২৫.০০
গোদরেজ —	৭৭৮.৫০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৪৮.২০
আই.টি.সি.—	৪২৮.৫৫
ও.এন.জি.সি.—	২৬৭.৮৫
সিপলা —	১৪৯৪.৬৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৮৫.৩৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫৪৩.৩০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৯৫.৭৫
সেল—	১৩৪.১৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৫২.৬০
সিমেন্স—	৫২৩০.০০
ফাইজার—	৪১৯২.০০
ইউনিটেক—	১১.২১
উইপ্রো—	৪৮০.০৫
ডা. রেড্ডি–	৬১৭১.৮৫
মারুতি—	১২৬১৩.১০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৪৮.৩০
টি সি আই —	৮০৩.৭০
মহানগর টেলি —	৩২.৯২
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১৮.৭০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন
আজ ৩০ মার্চ

১২৮২ এই দিন সিসিলি দ্বীপে এক ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। একে বলা হয় সিসিলিয়ান ভেসপারস। এই গণহত্যা ঘটিয়েছিল ফরাসিরা। সিসিলি ভূমধ্য সাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এর আয়তন ৯৯২৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা মোটামুটি ভাবে ৬০ লাখ। রাজধানী শহর পালের্মো। এখানে মধ্যযুগে ওই গণহত্যা ছাড়াও পরবর্তীকালে বহু ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়েছে। ১২৮২ সালে ইস্টারমনডে উপলক্ষ্যে এই দিন ফরাশি এক বাহিনী সিসিলিতে ঢোকে এবং সিসিলির সাধারণ মানুষ বাধা দিলে নির্বিচারে তাদের হত্যা করা হয়। ইতালির ইতিহাসে এই ঘটনাকে একটি কালো অধ্যায় বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কারণ সিসিলি সবসময় ইতালির অধীনে। ফরাসিরা অবশ্য মাঝে মাঝে এর দখল নিয়েছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন যুদ্ধে হেরে যান এবং ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তাকে এই সিসিলি দ্বীপেই বন্দী রাখা হয়েছিল। জীবনের শেষ সময় নেপোলিয়নকে বন্দী অবস্থাতে এই সিসিলি দ্বীপেই কাটাতে হয়েছে। ইতালি কিন্তু আগে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। পরে মাজিনি এবং রোমান প্রজাতন্ত্র সিসিলি সার্দিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ যুক্ত করে সংযুক্ত ইতালির পত্তন হয়। সে কারণেই সিসিলি বহু দিন একটি স্বাধীন এলাকাও ছিল।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯০১

■	১	২	৩	৪		■	৫
৬		■	৭			■	
৮		■	৯			■	
১০		■	■	■	১১	১২	
■	১৩	১৪	■	■	■		■
১৫	■	১৬	১৭	১৮	■	১৯	২০
	■	২১			■	২২	
	■	২৩					■

পাশাপাশি ঃ- ১) একটি পর্যটনকেন্দ্র (প:ব:) ৬) রবিপুত্র ৭) স্বামীহীনা ৮) তোমার কাছে এ — মাগি ৯) ভৃত্য ১০) রতনের অন্যরূপ ১১) আসল নয় ১৩) দ্বিতে ধ্বনি ১৬) পবিত্র ক্রীষ্টান ধর্মযাজক / ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলার ১৯) বুদ্ধি / ধী ২১) বানানভেদে ভেক ২২) নত — / জ্যামিতিক ক্ষেত্র ২৩) বীরভূমি বা সমাধিক্ষেত্র **উপরনীচ** ঃ- ১) চিত্রপরিচালক (হিন্দী) ২— হুড ৩) উল্টে পাল্টে ধমক ৪) মানা /প্রশমন ৫) সপ্ততলের একটি ৬) ব্যাধজাতি ১২) শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের —তল ১৪) দক্ষিণ ভারতের একজন বিখ্যাত কবি ১৫) অশনি —/ ঝলকানি ১৭) সৎ মাতা ১৮) সীমা (বৃত্তের) ২০) তৈলবীজ বিশেষ।

উত্তর - ৫৯০০

পাশাপাশি ঃ- ১) ভূকম্পন। ৫) অমিল। ৬) বসুমতী। ৮) ফিকাস। ৯) বালি। ১০) মসনদ। ১২) রসবতী। ১৫) মরা। ১৬) বাহবা। ১৮) অব্যাহত। ২০) নজর। ২১) বেশরম। **উপরনীচ** ঃ-১) ভূমিকা। ২) কলস। ৩) নব। ৪) অমলিন। ৫) অফিসার। ৭) সুবাস। ১১) দরবার। ১৩) সমব্যাথী। ১৪) বরাহ। ১৬) বানর। ১৭) হজম। ১৯) তবে।

আজকের দিন
বেনীমাধব শীলের মতে

১৬ চৈত্র, ভাঃ ১০ চৈত্র, **৩০ মার্চ** ১৬ চ'ত, সংবৎ ৫ চৈত্র বদি, ১৯ রামজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৭, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৮। **শনিবার,** পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৬মিঃ। অনরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৫৪ মিঃ। রুঅসৃক্‌যোগ রাত্রি ঘ ৮।০ মিঃ। তৈতিলকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৬ গতে গরকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৫।২৮ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ঘ ৬।৫৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ। **যোগিনী**-দক্ষিণে, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৬ গতে পশ্চিমে। **কালবেলাদি**- ঘ ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৪৮ মধ্যে । **কালরাত্রি**-ঘ ৭।১৬ মধ্যে ও ৪।৮ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৭।৮ গতে অপরাহ্ন ঘ ৪।১৬ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। **বিবিধ**-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-রক্তপাত। **বৃষ**-ঈর্ষান্বিত। **মিথুন**-মানসিক ক্ষোভ। **কর্কট**-রাজনৈতিক সাফল্য। **সিংহ**- হঠাৎ বিপদ। **কন্যা**-পরিশ্রম বৃদ্ধি। **তুলা**-আত্মগ্লানি। **বৃশ্চিক**-আর্থিক স্থিতি। **ধনু**- সুপরামর্শলাভ। **মকর**- জ্ঞাতিবিরোধ। **কুম্ভ**- অপচেষ্টারোধ। **মীন** -মনঃকষ্ট।

আগামীকাল

মেষ-সঙ্গীতে সাফল্য। **বৃষ**-ব্যবসায় অশান্তি। **মিথুন**-প্রত্যাশ্যা পূরণ। **কর্কট**- অপবাদ। **সিংহ**- গীতবাদ্যানুরাগ। **কন্যা**- রমণীপ্রীতি। **তুলা**- স্বজন হানি। **বৃশ্চিক**-ঘৃণাভাব। **ধনু**- প্রণয়াসক্তি। **মকর**-মামলায় জড়িত। **কুম্ভ**- হতবুদ্ধি। **মীন** -বিপদাশঙ্কা।

জেলায়-জেলায়

আরও দুই আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের, বিমানের কোচবিহার-বার্তা কংগ্রেসকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ আগে তিন দফায় ২১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল রাজ্য বামফ্রন্ট। শুক্রবার ফ্রন্টের বৈঠক শেষে আরও দু'টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান বিমান বসু। সেই তালিকায় রয়েছে হুগলির আরামবাগ এবং ঝাড়গ্রাম আসন। আরামবাগে প্রার্থী করা হয়েছে বিপ্লবকুমার মৈত্রকে। তিনি খানাকুলের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক বংশীবদন মৈত্রের বড় ছেলে। ঝাড়গ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে সোনামণি টুডুকে।

কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেই লোকসভা ভোটের দিকে এগোচ্ছে বামেরা। তবে এর মধ্যে কংগ্রেস কোচবিহার আসনে প্রার্থী দিয়েছে। যেখানে তার আগেই প্রার্থী দিয়েছিল বামেরা। বাম শরিকদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক সেখানে লড়ছে। শুক্রবার কোচবিহার নিয়ে কংগ্রেসকে বার্তা দিয়েছেন বিমান। তিনি বলেন, "একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করব, তা হবে না। কংগ্রেসের কাছে আবেদন করব, আপানারা কোচবিহার নিয়ে ভাবুন।" কোচবিহারে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ। সেখানে শনিবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তার আগে বিমানের এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। শুক্রবার বামেরা যে দু'জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে, তাঁরা দু'জনেই নতুন। এর আগে কংগ্রেস কোচবিহার ছাড়া আরও আটটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। সেই তালিকায় অবশ্য বামেদের সঙ্গে কোনও সংঘাত তৈরি হয়নি। বিমান কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন, "তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী শক্তিকে এক জায়গায় আনতে, বৃহত্তর মঞ্চ তৈরি করতে সবাইকেই সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল হতে হবে।"

শুধু কংগ্রেস নয়। বাম শরিকদের মধ্যেও একাধিক আসন নিয়ে টানাপড়েন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম পুরুল্যা। যেখানে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই নেপাল মাহাতোকে প্রার্থী করেছে। এই আসনে লড়ার বিষয়ে অনড় ফরওয়ার্ড ব্লক। বিমান শুক্রবার দাবি করেছেন, রবিবারের মধ্যে বামেদের যে জট রয়েছে তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। বিমান শুক্রবার আরও বলেন, "বোঝাপড়া করতে হয়তো সময় লাগছে। কিন্তু সাত দফার ভোট আমাদের কাছে সময় নিয়ে সবটা করার সুযোগ করে দিয়েছে।" পাহাড়ের হামরো পার্টি এবং তাঁদের নেতা অজয় এডওয়ার্ডের ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন ফ্রন্ট নেতারা। শুক্রবারও নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর সাংবাদিক বৈঠক শুরু করেন বিমানেরা। তার পর দেখা যায় মাত্র দু'টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়েছে। তবে জট যে রয়েছে, তা যে এখনও পুরোটা কাটেনি, তা মেনে নিয়েছেন বিমান, সেলিমেরা।

ভোটের আগে বকেয়া টাকা দিতে হবে, দাবিতে কমিশনে চিঠি পেট্রোল পাম্প মালিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৯ মার্চঃ একুশের বিধানসভা ভোট এবং গত পঞ্চায়েত ভোটে পেট্রোল পাম্প মালিকদের প্রচুর টাকা বকেয়া রয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে সেই টাকা মেটানোর দাবি জানালেন পাম্প মালিকরা। তাঁদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান অয়েল ডিলার্স ফোরাম রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে এর সমাধানের দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। এই নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সাধারণত, প্রতিবারই ভোটের কাজের জন্য প্রচুর সংখ্যক সরকারি এবং বেসরকারি গাড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরজন্য পেট্রোল পাম্পগুলি থেকে তেল বা লুব্রিক্যান্ট কিনে থাকে রাজ্য সরকার। গত বিধানসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজেও ব্যবহৃত গাড়ির জন্য পেট্রোল পাম্পগুলি থেকে জ্বালানি কিনেছিল রাজ্য। সামনে আবার একটি নির্বাচন। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। তার জন্য ইতিমধ্যেই পেট্রোল পাম্পগুলিকে বার্তা দিয়েছে রাজ্য। কিন্তু, আগের ভোটের জন্য ব্যবহার করা পেট্রোলের দাম রাজ্য সরকার মেটায়নি বলেই অভিযোগ তুলেছেন মালিকরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান অয়েল ডিলার্স ফোরামের বক্তব্য, গত নির্বাচন বাবদ কারও ১ লক্ষ টাকা আবার কারও ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বকেয়া আছে। এই অবস্থায় অবিলম্বে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের, বক্তব্য ভোটের সময় তেলের জোগান নিরবচ্ছিন্ন রাখতে গেলে বকেয়া টাকা মেটাতে হবে। সেইসঙ্গে, এ বারের তেলের জোগান নিশ্চিত রাখার জন্য ভোটের আগে দামের ৫০%-৭৫% টাকা আগাম দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, এমনিতেই তেলে লাভাংশ্য কম। তারওপর এত বকেয়া রাখতে গেলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন।

জানা গিয়েছে, পেট্রোল পাম্পের মালিকদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েই জেলশাসকেরা তেলের দাম মেটানো নিয়ে ডিলারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা বকেয়া টাকা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী।

অন্যাদিকে, এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে না পারায় রাজ্য সরকারকে দেউলিয়া বলে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, এতে বোঝা যাচ্ছে সরকারের যে সমস্ত কল্যাণমূলক প্রকল্প রয়েছে আগামী দিনে সেগুলিতে প্রভাব পড়তে পারে।

ভোটের আগে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২৯ মার্চঃ ভোটের আগে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ। প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ঘটনাস্থল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হাঁসখালি থানা এলাকা। গোটা ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন চারজন।

শুক্রবার দুপুরে গেদে স্টেশনে শিয়ালদহগামী ট্রেনে চেকিং করছিলেন জওয়ানরা। সেই সময় চারজনকে দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। তারপরই নজরদারী শুরু করে তাঁরা। এরপর হাঁসখালি থানার ময়ুরহাট স্টেশনে চারজনকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন জওয়ানরা। এরপরই তাঁদের বয়ানে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অভিযুক্তদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। বিএসএফ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৭ কেজি সোনা। কিন্তু তার কোনও পর্যাপ্ত নথি তারা দেখাতে পারেননি। এরপরই এক ব্যক্তি সহ তিন জন মহিলাকে গ্রেফতার করেন বিএসএফ কর্মীরা। ধৃতরা হলেন, অপর্ণা বিশ্বাস, আশিমা মুহুরি ও মিতালী পাল। এরা সকলেই গেদে এলাকার বাসিন্দা। আর সৌমেন বিশ্বাসের বাড়ি চাঁদপুর উত্তর বিজয়পুর এলাকার বাসিন্দা। যদিও, সীমান্তবর্তী কর্মীদের কাছে তাঁরা স্বীকার করে নেন যে, এর আগেও বহুবার তাঁরা একইভাবে এই সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সোনা পাচার করেছেন।

কাকাকে খুনে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ২৯ মার্চঃ পুরনো একটি ঝামেলার জের। কাকাকে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুল্যার বরাবাজার বড়দহ গ্রামের। সূত্রের খবর বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়িতে ফেরেন উত্তম মণ্ডল। অভিযোগ, তার বাড়িতে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ঢোকেন ভাইপো নিজিত মণ্ডল। অতর্কিতে তার মাথার ওপর তলোয়ার নিয়ে হামলা চালায় নিজিত। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন উত্তম। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, একবার কোপ মারার পরও থামেননি নিজিত। অভিযোগ, কাকার মৃত্যু নিশ্চিত করতে ওই ধারালো তলোয়ার দিয়েই একাধিকবার আঘাত করতে থাকেন নিজিত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কাকা উত্তম মণ্ডলের। সে সময়েই বাড়িতে ঢোকেন তারই সম্পর্কে দাদা বকুল মণ্ডল। অভিযোগ, একইভাবে তাকেও তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেন নিজিত। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়লে নিজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বরাবাজার থানার পুলিশ। গ্রামের ওলিগলিতে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন নিজিত। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও খুনের ব্যবহার করা তলোয়ারটি এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

উত্তম মণ্ডলের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পুরুল্যা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বকুল মণ্ডলকে ঝাড়খণ্ডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৭ দিন নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে বরাবাজার থানার পুলিশ।

মা ও ছেলের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ মার্চঃ মা ও সন্তানের রহস্যমৃত্যু বীরভূমের মল্লারপুরে। শুক্রবার সকালে মল্লারপুরের আদিবাসী পাড়ায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় পাঁচ বছরের ছেলের রক্তাক্ত দেহ। মেঝেয় রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছিল শিশুটির মা সুমি হাঁসদা (২৫)। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে মারা যান সুমি হাঁসদা। পুলিশের অনুমান ধারালো অস্ত্র দিয়ে মা ও সন্তানকে আঘাত করা হয়েছিল। শিশুটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর হাসপাতালে মারা যায় শিশুটির মা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় কেউ এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। জানা গেছে, মল্লারপুরের আদিবাসী পাড়া কানাচি গ্রামে শাশুড়ি ও ৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকত সুমি হাঁসদা। স্বামী কর্মসূত্রে থাকেন মুম্বইয়ে। সুমি এলাকার প্রাক্তন সেনাকর্মী আবদুল গফফরের বাড়িতে কাজ করত। স্থানীয়দের মতে, বৃহস্পতিবার তাঁর শাশুড়ি অন্যত্র গিয়েছিলেন। রাতে বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে একাই ছিল সুমি। শুক্রবার সকালে এই কাণ্ড। পুলিশের অনুমান, রাতের অন্ধকারে সুমির বাড়িতে কেউ বা কারা এসেছিল।

উদ্ধার নিখোঁজ তৃণমূল নেতার ভাইপোর দেহ, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ মার্চঃ প্রায় ১২ ঘণ্টার চেষ্টার পর উদ্ধার হল সাঁইথিয়ার তৃণমূলের ব্লক সভাপতির ভাইপো সালাউদ্দিন খানের দেহ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহম্মদবাজার থানা এলাকার শালডাঙার পাথরচাল খাদান থেকে ওই দেহ উদ্ধার হয়। গত শুক্রবার থেকে তিনি 'নিখোঁজ' ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতেই তাঁর দেহ সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম তারক টুডু। পেশায় তিনি পাথর ব্যবসায়ী। তাঁর বিরুদ্ধে সালাউদ্দিনকে অপরহণের অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার তারককে সিউড়ি আদালতে হাজির করানো হলে তাঁকে ১০ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। তাঁকে জিজ্ঞেসাবাদ করেই ঘটনার কিনারা করেছে পুলিশ।

গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন সাঁইথিয়ার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সাবের আলি খানের ভাইপো এবং আইএনটিটিইউসির জেলা কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন। তাঁর বাড়ি সাঁইথিয়ার ফুলুরের বহরাপুরে। কিন্তু তিনি পরিবার নিয়ে সিউড়ির লালকুঠি পাড়াতে ভাড়া থাকতেন। মহম্মদবাজারে পাথর কেনাবেচা, জমি বিক্রি থেকে ক্রাশারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, গত সপ্তাহের শুক্রবার দুপুরে একটি ফোন আসার পরেই স্কুটি নিয়ে সালাউদ্দিন মহম্মদবাজারের দিকে চলে যান। এর পর থেকেই তাঁর কোনও হদিস মেলেনি। পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। শেষমেশ উপায় না পেয়ে সিউড়ি থানার দ্বারস্থ হন তাঁর পরিবার। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই সালাউদ্দিনকে খুন করা হয়েছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

বিজেপিতে গেলে ক্লিনচিট

গোদি থেকে পা চাটা মিডিয়ায় একটি খবর দেখে সবাই পুলকিত হচ্ছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী এনসিপি'র প্রফুল পটেলকে সিবিআই ক্লিনচিট দিয়েছে। সিবিআই ক্লিনচিট দিতে এত দেরী করল কেন এটা কেউ আলোচনা করছে না। প্রফুল পটেল অনেকদিন হল শরদ পাওয়ারের এনসিপি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সিবিআই, ইডি যাই হোক না কেন বিজেপি যোগ দেওয়ার পর কোন এজেন্সি তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে পারে না। এটা হল বিজেপির ঘোষিত সিদ্ধান্ত। প্রফুল পটেলকে ক্লিনচিট দেওয়ার পর অপেক্ষায় আছেন এনসিপিরই আরও কয়েকজন। অজিত পাওয়ার থেকে শুরু করে বাকিদের ভোট শেষ হওয়ার আগেই হয়ত ক্লিনচিট দেওয়া হবে। সেই চিট নিয়েই তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এ বছরে নির্বাচনে। বিজেপি এবং ক্লিনচিট একেবারে জগাই মাধাই। বিজেপি নেতাদের ক্লিনচিট দেবেন তাদের জন্য লাভজনক পদ অপেক্ষা করে থাকে। কেউ কোথাকার চেয়ারম্যান হবেন, কেউ কোথাকার রাজ্যপাল হবেন, কেউ অন্য কিছু হবেন। গোধরা কান্ডে এবং গুজরাত দাঙ্গায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল এবং মামলা হয়েছিল, রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল তাদের যারা ক্লিনচিট দিয়েছেন সবাই ভাল পদ পেয়েছেন। কেউ সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়েছেন, কেউ কোথাও চেয়ারম্যান হয়েছেন। এক ধরণের মূল্যের বদলে পরিষেবা। তুমি এই কাজ করে দাও তোমাকে এই পদ দেওয়া হবে। ইলেক্টরাল বন্ডে একই ধরণের ডিলিং হয়েছে। ইডি কোন কোম্পানির দপ্তরে রেড করেছে, দু চার দিন পর সেই কোম্পানি বন্ড কিনেছে, ইডি তদন্ত বন্ধ করেছে। এক ধরণের তোলাবাজি। তবে সেই তোলাবাজি একেবারে নিয়ম মেনে, আইন মেনে। সাদা টাকায়।

মিডিয়ায় কবে ইডি রেড করেছে, কবে সেই কোম্পানি বন্ড কিনেছে সব তথ্য বেরিয়ে যাওয়ার পরও বিজেপির পক্ষ থেকে কোন মন্তব্য নেই। বন্ডে টাকা নেওয়া যেন রাজকার্য। তার বদলে ঠিকা দেওয়া সেটাও রাজকার্য। জাতীয় সড়ক নির্মাণে দুমদাম দাম বাড়িয়ে দেওয়া এটাও রাজকার্য। এরকম নিয়ম মেনে রাজকার্য আর কোন সরকার আগে কখনও করতে পারেনি। যে কোন বিষয়ে মোদি সরকার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ডবল ইঞ্জিন হলে উন্নয়ণ হবে, বলা হয় ঠিকই আসল উন্নয়ণ হয় ঠিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকার আলাদা দলের হলে ও রাজ্যে কোন কোম্পানিকে কাজ দেওয়া একটু জটিল হয়ে যায়। ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে কোন বাধা নেই নির্বিঘ্নে ঠিকাদার কাজ করতে পারে, কাজের মান নিয়ে কেউ বলবে না, কেউ নতুন করে তোলা চাইতেও যাবে না। রাজ্যসরকার আলাদা হলে সব কিছুতেই সমস্যা। রাজধানী দিল্লী অথচ সরকার আম আদমি পার্টির, একেবারেই হজম হচ্ছে না। হজমের বড়ি খেয়েও না। তাই উঠে পড়ে লেগেছে কেজরিওয়ালকে জেলে রেখে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বিজেপি শাসন ব্যবস্থা নিজেদের কব্জায় নেবে। রাষ্ট্রপতি বিজেপির, রাষ্ট্রও বিজেপির, কব্জায় নেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্মযোগের তত্ত্ব

তাঁরা জানবার জন্য আগ্রহ করেন না। আসলে এটা কী, অন্তত এইটুকু তো জানুন। মানবেন, কি মানবেন সেটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু তত্ত্ব কী তা জানবার জন্য তো অন্তরে ইচ্ছা জাগ্রত হোক! আমার ধারণায় আপনারা এই তত্ত্বকে বোঝার অযোগ্য নন, অনধিকারী নন। আপনারা সকলেই এটি বুঝতে পারেন। কিন্তু বুঝতে না চাইলে কী করা যাবে?

গীতায় দুটি জায়গায় যোগের পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। সমতার নাম যোগ—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (২।৪৮)। আর দুঃখের সঙ্গে যে সংযোগ তা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হওয়ায় নাম যোগ—**'তৎ বিদ্যাদ্ দুঃকসংযোগবিয়োগং যোগসঞ্জিতম্'** (৬।২৩) সম কী? সম হল ব্রহ্ম—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (৫।১৯)। দুঃখের একেবারেই অবিদ্যানতা কখন হয়? পরমাত্মাকে লাভ করলে তা হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি যোগ আছে। সেই সব যোগেরই তাৎপর্য হল পরমাত্মার সঙ্গে যে নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ, তার জাগৃতি। জীবের সঙ্গে পরমাত্মার নিত্য যোগ। কর্মযোগ তাকেই বলা হয় যাতে কর্ম হয়ে যায় সংসারের জন্য এবং যোগ হয়ে যায় পরমাত্মার সঙ্গে। এখন তাকে নিষ্কামভাবে কর্ম করাও বলেত পারেন আবার কর্মযোগও বলতে পারেন।

শ্রোতা—কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি কীভাবে হবে?

ক্রমশ...

মিরিকোনডিবিয়ায় নন্দ বসাক

(কল্পবিজ্ঞানের গল্প)

তরুণার্ক লাহা

খাঁ খাঁ রোদে পৃথিবী যেন আধপোড়া রুটি। বছর তিরিশের নন্দ বসাক জমির আলে বসে ঝিমোচ্ছে। একবার আকাশের দিকে তাকায়। ফেরারী মেঘ। মাথায় হাত নন্দর। যেটুকু ফসল হয়েছিল জলের অভাবে তাও মরতে বসেছে। বহুদিন বৃষ্টির দেখা নেই। কোনদিন হাল্কা মেঘের আড়ালে সূর্যটা ঢাকা পড়লেই বুকের মধ্যে আশার আঁকুরটা গজিয়ে উঠে। পরক্ষণেই সেই আঁকুর অদৃশ্য। গনগনে রোদে পৃথিবীর জীবকুল অতিষ্ট হয়ে ওঠে।

মাত্র দুবিঘা জমি। গরিব বাপ এর বেশি কিছু রেখে যেতে পারে নি। তিন মেয়ের বিয়েতে বাস করার ভিটে আর দুবিঘা জমি ছাড়া সব চলে যায়। নন্দর বাপ মাও খুব তাড়াতাড়ি সংসারের মায়া কাটিয়ে পরপারে চলে যায়।

নন্দ জমি অন্তপ্রাণ। বাপ মায়ের শোক কাটিয়ে জমির কাজে মন দেয়। এই দুবিঘা জমিতেই সারা বছর কিছু না কিছু ফসল ফলাতে থাকে।

কিন্তু এ বছর বিধি বাম। বৃষ্টির দেবতা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। নন্দ মনে মনে ভাবে এবছর নির্ঘাত খরা।

বহুদিন ধরে নন্দর বৌ ফুলকি একটা আংটির কথা বলছিল। সোনাদানা তো বিয়ের পর থেকে একটাও ঠেকায় নি। অভাবের সংসারে ফুলকি সোনার কথা বললে নন্দ না শোনার ভান করে থাকে। এবার বলেছে- সোনা চাই না আমার,একটা রুপার আংটি হলেই চলবে।

নন্দ মনে মনে খুশি। কোনো বাড়তি চাহিদা নেই ফুলকির। অথচ এই গাঁয়েই ফুলকির এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে। তাদের অবস্থাপন্ন ঘর। মাঝে মধ্যেই এক গা গয়না পরে ফুলকির সাথে দেখা করতে আসে। নন্দ ভাবে ফুলকিও হয়তো তার দেখাদেখি গয়নার আবদার করে বসবে। বান্ধবী চলে গেলে নন্দ বৌকে বলে - তোমার বান্ধবী তোমার সাথে দেখা করতে আসে না। শুধু শুধু তোমাকে গয়নাগুলো দেখাতে আসে। আমি সব বুঝি।

ফুলকি যেন পাল তোলা নৌকা- গয়না তো টাকা দিয়ে কেনা যায়। তুমি যে আমাকে ভালোবাস এটাই আমার গয়না। সবার কপালে সব থাকে?

ফুলকিকে দেখে নন্দ অবাক হয়। এমন নির্লোভ মেয়ে খুব কম দেখেছে। নন্দর খুব ইচ্ছে হয় ধার দেনা করে হলেও বৌকে সোনার একটা আংটি দেবে। তারপর ফসল তুলে সেই ধার শোধ করে দেবে।

মাঝে মধ্যে ভাবে,কৃপন হলে কেমন হয়। ভাবলেও বাস্তবে হতে পারে না। ওপাড়ার নিধু পোদ্দার এই এলাকার আদর্শ কৃপন। হাতের ফাঁক দিয়ে জল তো দূর,বাতাস পর্যন্ত গলে না। সকালে একটা ছোট বাতাসা আর এক গ্লাস জল দিয়ে প্রাতরাশ সারে। দুপুরে কলাই বিহীন ডাল দিয়ে ভাত। বিকেলে চিনি ছাড়া চা এবং রাত্রে জলে সামান্য চিনি মিশিয়ে মোটা আটার রুটি। এই রুটিনের নড়চড় হয় না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে- খেয়ে কে কত বড়লোক হয়েছে? এরকম খাবারে শরীর ভালো থাকবে। আগের মুনি ঋষিরা সুস্থভাবে বাঁচত কী করে জানিস? তাদের বেঁচে থাকার রহস্যটা আমার ভালো জানা আছে।

এদিকে নিধুর তিন ছেলে এক একটি রত্ন। বড় ছেলে মধু নামকরা মাতাল। আর একজন সেরা জুয়াড়ি। ছোট নাম্বার ওয়ান বখাটে। কৃপন বাপের সব সম্পত্তিতে ধস নামাচ্ছে ত্রিরত্ন।

নন্দ নিধুর ছায়া মাড়ায় না। ভাবে যদি কৃপন হয়ে যায়। হাতে পয়সা জমলেই খচখচ করে খরচ করার জন্য।

একদিন খেতে বসে নন্দ লক্ষ্য করে ফুলকির নাকের পাটা খালি। একটা ইমিটেশনের নাকফুল পরেছিল। সেটাও নাকি স্নান করতে গিয়ে পুকুরের জলে পড়ে যায়। ফুলকি এবিষয়ে নন্দকে কিছু বলে নি।

নন্দ বারবার তাকায় ফুলকির নাকের দিকে। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আহামরি সুন্দরী না হলেও সাজগোজ করলে মন্দ লাগে না ফুলকিকে।

পরের দিন রতন দত্তর দোকান থেকে বৌএর জন্য একটা নাকফুল এনে দেয়। বিয়ের পর এই প্রথম কোনো উপহার পায় স্বামীর কাছ থেকে। মনে মনে খুশি হলেও ফুলকি নন্দকে জিজ্ঞেস করে- আজ কোন দিকে সুযযু উঠল?

নন্দ উত্তর না দিয়ে বৌএর নাকে নাকফুলটা পরিয়ে দিয়েছিল। আয়নাটা এনে ফুলকির মুখের সামনে ধরে। বলে- দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু।

ফুলকির মুখ লজ্জায় লাল- যাঃ! আমি কোনো নতুন বৌ?

নন্দ আদর করে বলে- তুমি আমার কাছে সব দিনেই নতুন।

ফুলকি হঠাৎ আবদার করে- ইবারে ধান হল্যে আমাকে একটা আংটি কিনে দিবে?

নন্দ অথৈ সাগরে। স্বপ্ন অনেক,সাধ্য কম। এই নাকফুলটা কিনতেই তার সব সঞ্চয় শেষ। এমনকি কিছু টাকা ধার বাকিও হয়েছে।

নন্দ তবু কথা দেয়- সোনার না পাল্লেও রূপার হলেও কিনে দুব।

ফুলকি তাতেই খুশি। আহ্লাদে আটখানা। বান্ধবীর হাতে আংটিটা দেখে মনটা ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাই এই আবদার না করে পারল না।

(পরবর্তী অংশ পরের শনিবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

ত্রিপুরা ডাইরি

রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায়

শেষাংশ...

বিকেল চারটে পঁচিশ

আমরা উজ্জয়ন্ত প্যালেসের ভেতরে এসেছি। বাইরে ক্ষুদিরাম,আর মাস্টারদা সূর্য সেন এর দন্ডায়মান মূর্তি। ভেতরে ঢুকেই ভীমরাও আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তি। মাঝখানে বাগান ঘেরা পথের ওপারে শ্বেতশুভ্র রাজপ্রাসাদ,যার একপ্রান্তে ত্রিপুরা রাজ্য ট্যুরিজম কেন্দ্রের অফিস তার নীচে রাজকীয় রেস্টুরেন্ট সামাইয়া। ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ এর মধ্যে ইউরোপীয় শৈলীতে এই প্রাসাদটি নির্মান করান ত্রিপুরার মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য দেববর্মন। দুটি বড় বড় হ্রদের তীরে অবস্থিত এই রাজপ্রাসাদ ১৯৭২/৭৩ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা সরকার ২৫ লাখ টাকায় রাজপরিবারের কাছে কিনে নেন। ২০১১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত এই প্রাসাদ রাজ্য বিধানসভার দপ্তর ছিল। বর্তমানে এটি ত্রিপুরার অন্যতম যাদুঘর। আমরা ভেতরের সংগ্রহশালাটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি রাজ্যের গ্রামীণ জনপদের শিল্প, সাহিত্য, বন্যপ্রাণী, অস্ত্র, পাথরের ভাস্কর্য, মুদ্রা, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, ত্রিপুরার বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যের অনুকৃতি, উপজাতি গোষ্ঠীর নৃত্যরত ভঙ্গিমা, সর্বোপরি পরম্পরাগত ত্রিপুরার রাজারানীদের তৈলচিত্র, আরও নানা ধরনের শিল্পকর্ম, ছবি দিয়ে সাজানো এই সংগ্রহশালা দেখবার মত। সবচেয়ে ভাল লাগল এই সংগ্রহশালার একটি দেয়ালে বিশিষ্ট সংগীতকার শচীন দেববর্মনের নানা সময়ের ছবিকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

রাত আটটা

আমাদের ত্রিপুরা ভ্রমণের আজই শেষরাত্রি। আগামীকাল দুপুর একটা কুড়িতে আমাদের ফেরার বিমান। একটু আগে ত্রিপুরেশ্বরী ট্যুরিজম এর কর্ণধার কমল আচার্য এসে দেখা করে ওনার কোম্পানির দুখানা ডাইরি উপহার দিলেন। খুবই ভাল মানুষ কমল আচার্য মহাশয়। আমাদের এই কদিনের ভ্রমণে একবারের জন্যও আমাদের কাছে কোন টাকা চান নি। আজ আমি নিজেই ফোন করে ডেকে ওনার প্রাপ্য টাকা দিয়ে ঋণমুক্ত হলাম। শুধু অনুরোধ করলেন, ওনার ক্যামেরার সামনে ত্রিপুরেশ্বরী ট্যুরিজম সম্পর্কে দুচারটে কথা বলার জন্য।

যেমন ড্রাইভার বিল্টু,তেমন কমল আচার্যর নতুন টাটা কোম্পানির গাড়ি রুমিয়ন,তেমনি আগরতলা, উদয়পুরের হোটেলের পরিচ্ছন্ন ঘর,উনকোটির ট্যুরিস্ট লজ,সবই আমাদের জন্য খুবই আরামদায়ক ছিল,তাই সেকথা জানাতে দ্বিধা করিনি। ত্রিপুরার বাঙালির মনে,প্রাণে বাংলার প্রতি ভালবাসা দেখেছি এ রাজ্যের পথের ধারে,মানুষের ব্যবহারে। দেখেছি আদিবাসী নারী পুরুষেরা ভাষার ব্যবধান অগ্রাহ্য করে কিভাবে আপন করে নেয় ভিনরাজ্যের অতিথিদের!

তাই তো আজ সন্ধ্যেয় উজ্জয়ন্ত প্যালেসের বাইরের চায়ের দোকানে এক পুলিশকর্মীকে বললেন, "এই ত্রিপুরা দুর্নীতিমুক্ত, অপরাধ এখানে হাতেগোনা!" শুনে লজ্জা পেলাম আমাদের সোনার বাংলার জ্ঞানী-গুণী মহান ব্যক্তিত্বরা যে রাজ্যের প্রতিটি কোনায় সম্মানিত হচ্ছেন সেখানে আজ ভুরি ভুরি দুর্নীতি,অন্যায়,অবিচারের খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে! হে মোর দুর্ভাগা বাংলা, কিছু তো শেখ প্রতিবেশী এই বাংলার কাছে!

উপসংহার

ছোটবেলায় আমাদের পুরুলিয়ায় বাবার ছোট্ট মুদির দোকানে মাসকাবারের জিনিস নিতে আসতেন রাজ্য ভূমি দপ্তরের কর্মী এক জ্যেঠু। ওনার বাড়ি ছিল ত্রিপুরায়,কথা বলতেন বাঙাল ভাষায়। আমরা ভাইবোনেরা ওনাকে বলতাম ত্রিপুরার জ্যেঠু।

জ্যেঠু ওনার অফিসের লাইব্রেরি থেকে আমাকে গল্পের বই এনে দিতেন, তাই জ্যেঠু এসেছেন দেখেই আমি বই এর খোঁজে ওনার সামনে হাজির হতাম। সেই ছোটবেলায় ওনার কাছেই পেয়েছি, পড়েছি ডেভিড কপারফিল্ড, অলিভার ট্যুইস্ট, ম্যাক্সিম গোর্কির মা আরো বেশ কিছু বিদেশী গল্পের অনুবাদ। আজ যখন ত্রিপুরা ছেড়ে ফিরে যাচ্ছি তখন জ্যেঠুর কথা খুব মনে পড়ছে। আজ আর উনি নেই কিন্তু সেদিন এই ছোট্ট মনে ওনার মত সংস্কৃতিবান মানুষ যে বই পড়ার প্রতি আগ্রহের বীজ রোপণ করেছিলেন তাই হয়তো আজকের আমিকে পরিচিতি দিয়েছে।

এ রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিল্প, পথঘাট সবকিছুই বাহুল্যবর্জিত অথচ সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত। ইচ্ছে হল ত্রিপুরাকে কিছু দিতে, কোলকাতা বইমেলায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের দেবার জন্য আমাদের পুরুলিয়ার শিল্পীর তৈরি মাঝি-মেঝেন এর মুখোশ এনেছিলাম। কিন্তু দেখলাম শতব্যস্ত মহান লেখকদের কাছে এই সামান্য উপহার তুচ্ছ, দেবার সুযোগ হয়নি। তারই একটা আর আমার লেখা বই "অনুভবে পুরুলিয়া" এককপি আমাদের ট্যুর কোম্পানির কর্ণধার কমল আচার্য মহাশয়কে দিয়ে এলাম। উনি সে উপহার মাথায় করে গ্রহণ করলেন। রেখে এলাম বাংলার প্রত্যন্ত জেলার একটি টুকরো ত্রিপুরার মাটিতে!

কবিতা

অন্যরকম

পশুপতি ভদ্র

যা কিছু আবেগ, চাই না অন্যরকম,
আমজনতার চারপাশে কেউ কী ভরে দিচ্ছে আলো?
আবদারে অন্যায়, তদন্তের স্বার্থে হাজতবাস,
এজেন্সি টিপে ধরল গণতন্ত্রে টুঁটি,
দ্বিমুখী শাসনে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান,
ক্ষমতার অঙ্গুলি হেলনে ভূমিকম্প,
গলাধঃকরণে বৃহৎ পুঁজি, খাচ্ছে গিলে সামান্য আধার,
টাকার পাহাড়ে ধনিক শ্রেণী, গরিব হচ্ছে শোচনীয়।

স্বশাসনে ক্ষমতাধর,
বাকিরা যেন শাসিত, রাষ্ট্র যন্ত্রে শাসন করবে তুমি,
গদী যেন টিকে থাকে সক্ষমতার প্রতিভূ,
সহজ কাব্যে সকল কথা, - সর্বযুগে সত্য।

ক্ষমতার নির্যাস,
যে যায় লঙ্কা, - সেই যেন হয়ে ওঠে আদতে রাক্ষস,
লিখছি রাম, বাস্তবে বিভীষণ,
সীতার সতীত্ব, - তাতে কেন প্রশ্ন,
ধর্মে রাজনীতি, ওরা যেন বেইমান,
মরলো সীতা, রাখলো প্রমাণ, সতীত্বে চুড়ান্ত উদাহরণ,
মন্দির দিও না, জাতিকে দাও চমৎকার আবাস,
সুচিকিৎসায় বাঁচে যেন সমগ্র পৃথিবী,
কবি লেখে যুগে যুগে সাহসীরা জয়ী,
মন্ত্র নয়, খাদ্য চাই, - শিক্ষা শেষে কর্ম,
টাকার পাহাড়ে ধনিক শ্রেণী, গরিব যেন আরো দুঃস্থ,
সত্য পথে জয়, - ছিনিয়ে নাও জনগণ।

প্রতিবাদ

কিরণময় পাত্র

উচ্চারিত স্বর --
বা অনুচ্চারে নীরব,
উচ্চকিত চাওয়া---
বা সব ভুলে হাত গুটিয়ে নেওয়া;
কিছু করে যাওয়া বা না করা,
সবেতেই প্রতিবাদের চলে হাত নাড়া।

সৃষ্টির ভিতরে প্রতিবাদ ঘর করে,
জীবনের খাঁজে খাঁজে প্রতিবাদ স্ফূরে--
খাতার পাতায় কিংবা গানের সুরে।
দিনগুলো আসে ফিরে প্রতিবাদ করে,
প্রতিবাদ আছে বলে পৃথিবীটা ঘুরে।

ফুল ফুটে বা বাতাসটা নড়ে--
চেয়ারে বসে আছি বা ফাঁকা মাঠে শুয়ে,
আলো জ্বলে, কিংবা আলো নিভে---
বসে থাকি ঘরে কিংবা পথে পথে ঘুরে;
প্রতিবাদ থাকে জীবনের মুহূর্ত যাপনে।

প্রতিবাদ হবে না তো শেষ,
শিল্পীর তুলির টান অনিঃশেষ।
শিল্পীর তুলির টান যদি থেমে যায়,
আমরা সবাই মূক, বধির ও অন্ধ হয়ে যাই।

রুপকথার নগরী

সারমিন চৌধুরী

যাচ্ছি ছুটে আমি দূরের সেই অচিনপুরে
হাসনাহেনা ফুলের গন্ধ গায়ে মেখে।
দুটি চোখে রূপকথার অফুরান গল্প এঁকে
যেখানে বন ময়ূরী সানন্দে নৃত্য করে।

রোদের আলো বিকাল বেলা খেলা পাতে
হেথায় তিতাস মনের বার্তা শুধায়।
আর্জি জমে নীল গগনে সবিই অকপটে
জোয়ার বহে পরম শীতল ধারায়।

সামনে ছিলো মস্ত বড়ো করতোয়া নদী
সূরের মূর্চনায় বয়ে চলে নিরবধি।
কান পেতেই রাখি উত্তরের ঝিলিম বনে
কাকাতুয়া পাখি ডাকে নামে যদি।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম পড়ে অচেনা দেশে
থাকে যেখানে সকলেই মিলেমিশে।
কারও চোখে ভুলে একবিন্দু জল গড়ালে
সবার কান্নায় সমস্ত নগরী ভাসে।

ভালোবাসার আমৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে
ছলোনার নেই একরত্তি অবকাশ।
রূপকথার মতোই একে-অন্যকে জড়িয়ে
আত্মার মায়ায় তাদের বসবাস।

একাকিত্ব

লাবনী খানম

একাকিত্বের নীল চাদরে
যার মুড়ানো দেহ,
স্বস্তি বিহীন জীবন কাটে
পায় না কারো স্নেহ।

বক্ষদেশে হাহাকার বয়
অন্তরে রয় জ্বালা,
মনের মত বন্ধু না পায়
ব্যথায় ফালা-ফালা।

দু:স্বপ্নেরা উঁকি মারে
গভীর নিদ্রা মাঝে,
পুরান স্মৃতি ধরে বায়না
সকাল -সাঁঝে কাজে।

এলোমেলো ভাবনারা সব
মস্তিষ্কে দেয় নাড়া,
কি আর হবে ভেবে-
কি যায়?
আপন জনা হারা।

মধুর স্মৃতি হয় রে মলিন
বাঁচবো কদিন ভবে,
নিরাশার এই বালুচরে
চমকে ওঠে তবে।

রক্ত জবা

কিশলয় গুপ্ত

মুখে যে রক্ত ওঠে
সে জানি আগুন ফুলের
ফাগুনও ফিরছে গোঠে
নতশির লক্ষ ভুলের।

মুখে যে খিস্তি খেউড়
সে তো এক চরিত্র দোষ
সয়ে জান হাজারো ঢেউ
তবু হই শ্রীনন্দ ঘোষ।

মুখে যে গানের পরশ
হরষে বয়স কমে
দশ নয় - শতেক বরশ
প্রেমে মন ক্ষীর কদমে।

মুখে যে রক্ত ওঠে
সে বেলায় কান্নাকাটি
আগুনের ফুল তো ফোটে
শেষে দাও শীতলপাটি।

গাছ

সমীর কুমার ভৌমিক

গাছ হলো বন্ধু,
মনে রেখো সব্বাই,
তার প্রতি ভালোবাসা
আমাদেরও থাকা চাই।
গাছ ছাড়া আমরা
বাঁচতে কি পারি?
গাছ কেউ কাটলেই
হোক ছাড়াছাড়ি !

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

বাড়ি বাড়ি গিয়েই কাজের খতিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ আগামী মাসে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু। তার আগেই অবশ্য দেশ জুড়ে দামামা বেজে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনের। কয়েক সপ্তাহ বাকি থাকতেই রাজ্যের রাজনৈতিক শিবিরে এখন জোর চর্চা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি ' নিয়ে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের লোকসভা ধরে ধরে বৈঠক নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক শিবিরে। বিশেষ করে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার নিয়ে তিনি যেভাবে লাগাতার তিন দিন ধরে বিধানসভা ভিত্তিক বৈঠক করলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন সাংসদ হিসেবে তাঁর 'সাফল্যের' খতিয়ান, বই আকারে। সেই বইয়ের নাম 'নিঃশব্দ বিপ্লব'। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসাবে তিনি গত আট বছরে কী কী কাজ করেছেন তার সাফল্যের খতিয়ান প্রকাশ করেছেন। ২০১৪ সালে সাংসদ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যকালের প্রায় ১০ বছর অতিবাহিত। এক মাসের বেশি সময় এখনও বাকি লোকসভা ভোটের তার কেন্দ্রে। তবে কাজের খতিয়ান তুলে ধরার জন্য তিনি অনেক আগে থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছেন। সাংসদ হিসেবে বিগত আট বছরে ডায়মন্ড হারবারের কী কী উন্নতি ঘটালেন তিনি, সেই হিসেবই তুলে ধরেছেন বই আকারে। বইয়ের নাম 'নিঃশব্দ বিপ্লব' কেন? নেতৃত্বের তরফ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগঠন বা দলীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা অবশ্য বলছেন, "ডায়মন্ড হারবারে গত দশ বছরে প্রচুর কাজ হয়েছে। সাংসদ হিসেবে যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তা সচরাচর দেখা যায় না। গত দশ বছরে ডায়মন্ড হারবারের চেহারা কতটা বদলে দিয়েছেন সাংসদ, তা এলাকায় না গেলে বোঝা যাবে না। নিঃশব্দে কাজ করে গিয়েছেন অভিষেক। সেই কারণেই বইয়ের নাম নিঃশব্দ বিপ্লব।" সামনের মাসেই রাজ্যে ভোট গ্রহণ শুরু লোকসভা নির্বাচনের। দেশ জুড়ে বিজেপি-বিরোধীতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে তাই তৃণমূলনেত্রী এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি রাজ্যের রাজনীতিতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হয়ে সাংগঠনিক কাজে যেমন তাঁকে দেখা যাচ্ছে, তেমনই বাংলার বাইরেও অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, গোয়ার মতো রাজ্য সামলাচ্ছেন। জনসংযোগ যাত্রার দায়িত্বও সামলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি বারবার বলে এসেছেন, ডায়মন্ড হারবার তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেখানের কাজ তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ের মাধ্যমে। আর এই বই এবার অন্যতম প্রচারের অস্ত্র হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের।

এখনও বাহিনী নিয়ে চিন্তায় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ আগামী ১৯ এপ্রিল থেকেই রাজ্যে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। সাত দফায় এ রাজ্যে ভোট। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বলয়ে এবার ভোট করাতে চাইছে কমিশন। লক্ষ্য একটাই, সুষ্ঠুভাবে প্রত্যেকে যেন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ইতিমধ্যেই ভোটাররা প্রশ্ন তুলছেন, প্রথম দফায় কি সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে? কমিশন এ নিয়ে আশ্বাস দিয়েছে ঠিকই। তবে তারপরও সংশয় থাকছেই। কারণ, ১৯ তারিখ শুধু বাংলাতেই ভোট নয়। দেশের ২১ রাজ্যের প্রায় ১০২টি আসনে ভোট হবে। প্রশ্ন এখানেই। শুধু বাংলাতেই কি বিরাট বাহিনীর এসে পৌঁছনো সম্ভব? একটি লোকসভা কেন্দ্র ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। প্রথম দফা ভোটেই প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী দরকার। প্রতি বুথে বাহিনী দিলে ১টি বিধানসভার জন্য দরকার ১৬ কোম্পানি। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় তিন কেন্দ্রে ভোট। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। প্রতি বুথেই যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হয়, সেক্ষেত্রে বাংলায় প্রায় সাড়ে ৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হবে। এত বাহিনী কি আসা সম্ভব? ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে প্রথম দফার দু'টি কেন্দ্রের জন্য মাত্র ৮৪ কোম্পানি বাহিনী আসতে পারে। পরবর্তীকালে সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া সম্ভব হলেও প্রথম দফায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী আদৌ আসবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া সম্ভব নয় বলেই অনেকে মনে করছেন। তবে কমিশনের তরফে কিন্তু বারবার আশার কথা শোনানো হচ্ছে। বাহিনী নিয়ে সাধারণ জনতার অভাব অভিযোগ শুনতে হয়েছে নানা রকম ব্যবস্থাও করেছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যে ভোটার কার্ড নিয়েও সমস্যায় কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ রাজ্যে প্রথম দফার লোকসভা ভোট আগামী ১৯ এপ্রিল। এখন লক্ষাধিক ভোটারের কাছে পৌঁছল ভোটার আইডি কার্ড। যা নিয়ে এবার অসন্তোষ কমিশনের। কেন পৌঁছাচ্ছে না ভোটার কার্ড? কেন সমন্বয়ের অভাব? তা নিয়ে এ বার কমিশন রাজ্যের জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিল কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, যত সংখ্যক ভোটার আইডি কার্ড ছাপা হয়েছে আর যত সংখ্যক ভোটার কার্ড পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে অনেকটাই ফারাক আছে। কমিশন সূত্রে খবর, লক্ষাধিক ভোটার আইডি কার্ড না পাঠানোয় এবার জেলাশাসকদের সরাসরি মনিটর বা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৭ টি ভোটার আইডি কার্ড ছাপানোর জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়। যার মধ্য এখনও পর্যন্ত ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৩৫টি ভোটার কার্ড পাঠানো হয়েছে ভোটারদের কাছে।বাকি ভোটার কার্ড মূলত বুকিং ও কার্ড পৌঁছে না দেওয়ার জন্য এত সংখ্যক ভোটার কার্ড পৌঁছানো যায়নি। কমিশন সূত্রে খবর এদিন সকালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজ্যের সব জেলাশাসক ও ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের এই সমস্যা সমাধানের দ্রুত নির্দেশ দেন। পাশাপাশি রাজ্যে আগামী সপ্তাহে দুই বিশেষ পর্যবেক্ষক আসছে। কমিশন সূত্রে খবর, বিশেষ পুলিশ অবজারভার হিসাবে অনিল কুমার শর্মা, বিশেষ সাধারণ অবজারভার হিসাবে অলোক সিনহাকে পাঠাচ্ছে কমিশন।এদিনই জানানো হয়েছে সিইও দফতরকে। খুব শীঘ্রই রাজ্যে আসছেন তাঁরা। রাজ্যের সাত দফা নির্বাচন পরিচালনা করবেন তারা। এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহেই আসবেন তাঁরা। আগামী সপ্তাহের শুরুতে রাজ্যে আরও বাহিনী আসতে চলেছে বলে খবর। অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যর অভিযোগে শো কজ করা হলেও এখনও তিনি কোনও উত্তর দেননি বলেই কমিশন সূত্রে খবর।

বর্ধিত ছুটিতে চাপে একাধিক দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ ৩১ তারিখ নয়, ২৮ মার্চ তারিখেই আর্থিক বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ আর্থিক বছরের শেষ তিনদিন ছুটি। সুতরাং বন্ধ থাকবে সরকারি অফিস। শুক্রবার গুড ফ্রাইডে, শনিবার এবং রবিবার উইকেন্ডের স্বাভাবিক ছুটি। আর তার জেরে ৩১ মার্চের বদলে ২৮ মার্চ তারিখই আর্থিক বছরের শেষদিন হিসেবে ধরা হবে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টের পর নতুন করে আর কোনও বিল জমা দেওয়া হয়নি ট্রেজারি বা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে। তাছাড়া পরপর তিনদিন ছুটি থাকায় এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য অর্থদফতর। শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও এমনটাই ঘটেছে। আর্থিক বছর আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় একাধিক দফতর—বিশেষ করে পূর্ত, পরিবহণ, সেচ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি–সহ আরও কয়েকটি দফতর বড় সমস্যায় পড়ে গিয়েছে। কারণ, আর্থিক বছরের শেষে টানা তিন দিন ট্রেজারি বন্ধ থাকবে। সুতরাং সংশোধিত বাজেটের খরচ নিশ্চিত করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। আবার এই দফতরগুলিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয়। আজ, বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সব আর্থিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সমস্যা বেড়েছে। অর্থ দফতর তো অনেকদিন আগেই জানিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেন এই আশঙ্কা? উঠছে প্রশ্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, সাধারণ সময়ে সমস্ত ওয়ার্কস দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার উপরজোর দেন। আর মার্চের শেষে তাঁরা হয়ে যাওয়া কাজের বিল জমা দেন। এটাই চিরকাল হয়ে আসছে। তাই এবারও অন্যথা হয়নি। এই তিনদিন পাওয়া গেলে আরও বেশি টাকা 'রিলিজ' করা যেত। তার উপর ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। অর্থাৎ মাসের শেষ ৯ দিনে মাত্র দু'দিন দফতর খোলা ছিল। শেষ তিনদিনের ছুটির কথা আগেই জানিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছিল অর্থ দফতর। সেটা মেনেই কাজ করতে বলা হয়েছিল সমস্ত দফতর এবং ট্রেজারির অফিসারদের।

৩ মহিলা কাউন্সিলরকে ইংরাজি শেখাচ্ছেন স্যার ডেরেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ স্যার ডেরেক ও' ব্রায়েন। ছাত্রী আপাতত ৩ মহিলা কাউন্সিলর। ক্লাস চলছে তৃণমূল ভবনে। চোস্ত ইংরাজি ক্লাসের পাশাপাশি ঝাঁজালো আক্রমণ। বিজেপির কুৎসা-অপপ্রচারের জবাব বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে কীভাবে দিতে হবে, সেই প্রক্রিয়া খাতায়-কলমে শিখিয়ে দিচ্ছেন শাসক দলের রাজ্যসভার নেতা তথা জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও' ব্রায়েন। তৃণমূল নতুন করে মুখপাত্রদের তালিকা সাজিয়েছে। তাতেই যোগ হয়েছে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য, ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদর্শনা মুখেপাধ্যায় আর ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বসুন্ধরা গোস্বামীর নাম। প্রত্যেককেই গত সপ্তাহখানেক ধরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ডেরেক। যা নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত তিন কাউন্সিলরই। বসুন্ধরা ইতিমধ্যেই একাধিকবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। বেশ সপ্রতিভ তিনি। নেতৃত্বের সঙ্গে একবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছেন সুদর্শনা। সুস্মিতা এখনও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি। এর আগে দলের আরও দুই মুখপাত্র সুদীপ রাহা, ঋজু দত্তদেরও বেশ কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ডেরেক। ক্যুইজ মাস্টার ডেরেকের পরিচিতি বেশ পুরনো। তাঁর বাবা নিল ও' ব্রায়েন ছিলেন এক্ষেত্রে পুরোধা। এখনও নানা জায়গায় নানা ইভেন্টে ডেরেক সভা পরিচালনার ভার নেন। সে সংসদের ফ্লোর হোক বা দলের কোনও ইভেন্ট। তবে আপাতত চলছে রাজ্যের শাসক দলের নতুন মুখপাত্রদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির পালা।

বেআইনি বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি ববির গলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ গার্ডেনরিচের বেআইনি নির্মাণ ঘিরে দিন দিন অস্বস্তি বাড়ছে রাজ্যের তথা শাসকদলের। একটি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় পুরকর্মীদের। পুরকর্মীদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাসিন্দারা। উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পুনর্বাসনের আগেই কীভাবে বাড়ি ভাঙা, কোথায় যাবেন তাঁর সন্তান-বয়স্ক মানুষদের নিয়ে, এই প্রশ্ন তোলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাসিন্দারা। সেই উদাহরণ টেনে গার্ডেনরিচের বাড়ি ভাঙা নিয়ে অসহায় স্বীকারোক্তি মেয়রের। প্রশ্ন উঠছে, একটি বাড়ি ভাঙতে গিয়েই যদি এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে বাকি সব বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গেলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে? এই আক্ষেপ করেছেন স্বয়ং মেয়র । মেয়র বলেন, "সব কিছু সম্ভব নয়। আমরা যেটা ভাবি, বা টিভিতে যেটা দেখি, বাস্তবে করতে গেলে অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তারই একটা ঝলক আপনারা দেখলেন। আর এই ঝলক যদি আরও এক হাজার গুণ বেশি হয়, তাহলে বুঝতে পারছেন কী হবে। তাই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টা একটা সমস্যা, এতগুলো মানুষের বাসস্থানের জোগাড়, সেটাও একটা সমস্যা। এটা দেখেই নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। মহামান্য আদালতও সেটা ভেবেই নির্দেশ দেয়।" সপ্তাহ দুয়েক আগেই মধ্যরাতে ভেঙে পড়ে গার্ডেনরিচের একটি বেআইনি বাড়ি। তাতে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১১ জনের। আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। রাজ্য জুড়ে সাড়া ফেলে দেয় এই ঘটনা। বেআইনি নির্মাণের বিস্তর অভিযোগ ওঠে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। যদিও প্রথম দিকে মেয়র দাবি করে আসছিলেন, বেআইনি নির্মাণ দেখার বিষয় পুরকর্তাদের। এদিন গার্ডেনরিচের বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন পুরকর্মীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ক্রীড়া-সংবাদ

'সবচেয়ে বেশি চাপে ফেলবে তাঁর দাম'

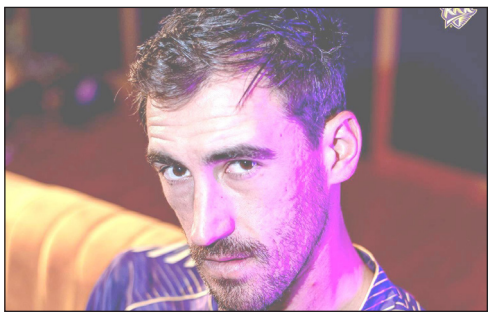

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ 'প্রাইস ট্যাগ' বা দামের কারণে মিচেল স্টার্ক আইপিএলে অনেক চাপে থাকবেন বলে মনে করেন সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। আইপিএলে এবার স্টার্ক খেলছেন লিগটির ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হিসেবে। মাঝখানে ৮ বছর আইপিএলের বাইরে থাকা স্টার্ককে সর্বশেষ নিলামে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ম্যাচে নেমে স্টার্কের পারফরম্যান্স অবশ্য তেমন একটা সুবিধার ছিল না। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৪ ওভারে স্টার্ক দেন ৫৩ রান, টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এক ইনিংসে এর চেয়ে বেশি রান এ বাঁহাতি ফাস্ট বোলার খরচ করেছেন মাত্র একবার। অবশ্য ১ ম্যাচ দিয়েই স্টার্কের পারফরম্যান্স বিচার করতে যাওয়াটা ন্যায্য হবে না মোটেও। কিন্তু স্টার্কের যেকোনো পাফরম্যান্সেই তাঁর ওই 'প্রাইস ট্যাগ' থাকবে আলোচনায়। সব মিলিয়ে আইপিএলে কোন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার সবচেয়ে বেশি চাপে থাকবেন, ইএসপিএনের 'অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট শো'-তে এমন এক প্রশ্নের জবাবে ক্লার্ক বলেন, 'আমার মনে হয়, সব বিদেশিই চাপে থাকবে, সব টুর্নামেন্টেই তা-ই হয়। তবে (এ ক্ষেত্রে) হয়তো মিচেল স্টার্ক। অনেক দিন আইপিএল খেলেনি।' কেন স্টার্কের কথা বলছেন, ক্লার্ক সেটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'তার দামই হয়তো তাকে সবচেয়ে বেশি চাপে ফেলবে। যখন কেউ দলের সবচেয়ে বেশি টাকা পায়, তখন বিশাল প্রত্যাশা থাকে। আমি হয়তো তাই স্টার্কির নামই বলব।' ক্লার্ক বলেছেন, আইপিএলের মতো লিগে বিদেশিদের কাজ বরাবরই কঠিন, 'এটা যে শুধু টাকার পরিমাণ, তা নয়। বিদেশি ক্রিকেটার মানেই জানার কথা যে প্রত্যাশা থাকবে। আইপিএলে মাত্র ৪ জন বিদেশি খেলে (একাদশে)। এর ফলে পারফর্ম করার চাপ সব সময়ই থাকে। না করলে অন্য কেউ জায়গা নিয়ে নেবে। আর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের খেলোয়াড় হলে তো প্রত্যাশা আরও বেশি—আপনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।' স্টার্ক বোলিংয়ে উজ্জ্বল না থাকলেও হাই-স্কোরিং ম্যাচটিতে কলকাতা জেতে ৪ রানে। ক্লার্কের মতে, টাকার পরিমাণের বাইরেও স্টার্কের পারফর্ম করার আলাদা একটা চাপ আছে, 'শুধুই সংখ্যার ব্যাপার হয়তো নয়। টাকার পরিমাণ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, স্টার্কি নিজেও জানে—সে তিন সংস্করণেই অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং বোলার, অনেক সাফল্য পেয়েছে, তার পারফর্ম করতে হবে। কলকাতার তাকে দরকার, এবং সে-ই তাদের সেরা বোলার।' স্টার্ক যে দিন আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হন, ঘণ্টা দুয়েক আগেই সে রেকর্ড গড়েছিলেন প্যাট কামিন্স।

আইপিএলকে ক্রিকেটই মনে হয় না!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ আইপিএল কী চেনেন না-এমন কেউ ইন্টারনেট ঘাঁটলে জানবেন এটি একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নাকি প্রায়ই মনে প্রশ্ন জাগে, আইপিএল আদৌ ক্রিকেট কি না! না, আইপিএলের সমালোচনা করতে গিয়ে নয়, অশ্বিন কথাটা বলেছেন আইপিএল কত বড় হয়ে উঠেছে সেটি বোঝাতে গিয়ে। ভারতের তারকা স্পিনার গুটিকয়েক খেলোয়াড়ের একজন, যাঁরা দেড় দশক ধরে আইপিএলে খেলে চলেছেন। চোখের সামনে থেকে দেখেছেন টুর্নামেন্টের বেড়ে ওঠা। আর সেটা এখন এতটাই নাকি বড় যে বাইশ গজের ব্যাট-বলের লড়াই ছাপিয়ে গেছে মাঠের বাইরের বিষয়-আশয়। চলতি মৌসুমে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলা অশ্বিন আইপিএল নিয়ে কথা বলেছেন ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টে। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে আলাপে আইপিএলের বিরাট আকার ধারণ করা নিয়ে কথা বলেন তিনি। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া আইপিএল কীভাবে বিস্তৃত আকার ধারণ করল, সেটি বোঝাতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অশ্বিন, 'আমি যখন আইপিএলে নতুন আসি, তখন বড় তারকাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তখন ভাবিইনি দশ বছর পর আইপিএল কোথায় চলে যাবে। আইপিএলে এতগুলো বছর কাটিয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এটা অনেক বড় কিছু হয়ে গেছে।' ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হলেও আইপিএলে খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরের ব্যস্ততা অনেক বেশি উল্লেখ করে অশ্বিন যোগ করেন, 'আমার তো প্রায়ই মনে হয়, আইপিএল আদৌ ক্রিকেট কি না। কারণ (আইপিএলের সময়) খেলাটাই পেছনে পড়ে যায়। এতটাই বড়, আমরা বিজ্ঞাপন শুটিং আর সেটে ব্যস্ত সময় কাটাই। আইপিএল এ পর্যায়ে চলে গেছে।'

মুজিবের জায়গায় ১৬ বছরের স্পিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ আইপিএল থেকে ছিটকে গেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের আফগান রহস্য স্পিনার মুজিব উর রেহমান। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানেরই ১৬ বছর বয়সী আরেক রহস্য স্পিনার আল্লাহ গজনফরকে। আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়া পেসার প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় রাজস্থান রয়্যালস দলে টেনেছে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ স্পিনার কেশব মহারাজকে। এ মাসেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছে গজনফরের। প্রথম ২ ম্যাচে অবশ্য উইকেটের দেখা পাননি। তার আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ১৬.৭৫ গড়ে গজনফর নেন ৮ উইকেট। এখন পর্যন্ত তিনটি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি ৬টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছেন। কলকাতা তাঁকে দলে নিয়েছে নিলামের ভিত্তিমূল্য ২০ লাখ রুপিতে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে ঘরের মাঠে ৪ রানে জিতে এবারের আইপিএল শুরু করেছে কলকাতা। মুজিব অবশ্য প্রথম ম্যাচেও দলে ছিলেন না। আগামীকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে তারা। অন্যদিকে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার থেকে সেরে ওঠা কৃষ্ণার জায়গায় রাজস্থান নিয়েছে মহারাজকে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৫০টি টেস্ট, ৪৪টি ওয়ানডে ও ২৭টি টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে এ বাঁহাতি স্পিনার নিয়েছেন ২৩৭ উইকেট। সম্প্রতি এসএটোয়েন্টিতে ডারবান সুপার জায়ান্টস এবং বিপিএলে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলেছেন। রাজস্থান রয়্যালস দলে নিলেও এ মাসের শুরু থেকে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের সঙ্গে তিনি অনুশীলন করছিলেন। লক্ষ্ণৌকে ২০ রানে হারিয়েই মৌসুম শুরু করেছে রাজস্থান। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি তারা। এ প্রতিবেদন লেখার সময় আগে ব্যাটিং করা রাজস্থান ১৬ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ১২৩ রান। এদিকে, বেচারা কিউনা মাফাকা! বয়স মাত্র ১৭ বছর। এই বয়সে কী বেধড়ক 'পিটুনি'-টাই না খেলেন! না, ভুল ভাববেন না। সেটি বল হাতে আইপিএল অভিষেকে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে আইপিএলে অভিষেক হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের এই দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের।

যেভাবে খেলে এসেছে, সেভাবেই খেলার চেষ্টা করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ ভারতের কাছে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ হারের পরও 'নেতিবাচক' কোনো অ্যাপ্রোচে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ইংল্যান্ড দলের নেই বলে জানিয়েছেন জ্যাক ক্রলি। তবে চাপ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের 'ঠিক মুহূর্তটি বেছে নিতে হবে', সেটি মেনে নিয়েছেন এ ওপেনার। অধিনায়ক বেন স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের অধীনে ভারতের কাছেই এ মাসের শুরুতে প্রথমবারের মতো সিরিজ হেরেছে ইংল্যান্ড। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট জিতলেও পরের ৪টি টেস্টই হেরেছে তারা। ইংল্যান্ডের এমন হারের পর 'বাজবল' নামে পরিচিত তাদের আক্রমণাত্মক খেলার ধরন নিয়ে আবার তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিশেষ করে বেশ কয়েকটি ব্যাটিং-ধস যে তাদেরকেও ভাবাচ্ছে, সেটি স্পষ্ট হয়েছে কোচ ম্যাককালামের কথায়। এর আগে তিনি বলেছেন, নিজেদের খেলার ধরনে আরেকটু ঘষামাজা করতে হবে। এবার ২৬ বছর বয়সী ক্রলি বললেন, 'আমরা সব সময়ই চাপ নেওয়া এবং প্রতিপক্ষকে চাপ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলি। গত দুই বছরে আমরা প্রতিপক্ষকে চাপ ফিরিয়ে দেওয়ার কাজটি বেশ ভালোভাবে করেছি। আমরা এসব ক্ষেত্রে সঠিক মুহূর্তটি বেছে নেওয়ার ব্যাপারেও কথা বলেছি। নিশ্চয়ই আমরা সেসব ঘষামাজা করতে পারি।' ইংল্যান্ড দলের একটি স্পনসর সুইস ঘড়ির ব্র্যান্ড রাডোর এক অনুষ্ঠানে ক্রলি আরও বলেন, 'এর মানে এই না যে আমরা আরও নেতিবাচক হয়ে উঠব। আমরা যেভাবে খেলে এসেছি, এখনো সেভাবেই খেলার চেষ্টা করব। দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করব। কিন্তু হ্যাঁ, যখন তারা (প্রতিপক্ষ) এগিয়ে থাকবে, আমাদের চাপ সামলাতে হবে।' ম্যাককালাম-স্টোকস যুগে প্রথম ১১টি টেস্টের ১০টি জিতেছে ইংল্যান্ড। কিন্তু সর্বশেষ ১২টি টেস্টের মধ্যে হেরেছে ৭টিতে। এমনিতে খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার শঙ্কা থেকে দূরে এনে খোলামেলাভাবে খেলতে দেওয়ার যে ধরন, সেটির সঙ্গে সবাই একমত নন। কিন্তু রাজকোটে জো রুট যখন রিভার্স স্কুপের মতো ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলতে গিয়ে আউট হন, তখন ইংল্যান্ড একটু বাড়াবাড়ি করছে বলেও মনে করেন অনেকে।

বার্সেলোনার দায়িত্বে কে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ ৮ ম্যাচে ৬ জয়, ২ ড্র—সম্ভাব্য ২৪ পয়েন্টের ২০ পয়েন্টই পকেটে। গত ২৭ জানুয়ারির পর থেকে এই হচ্ছে লা লিগায় বার্সেলোনার পারফরম্যান্স। একই সময়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো টপকে কোয়ার্টার ফাইনালেও জায়গা করেছে বার্সেলোনা। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে হিসাব করার কারণ—জাভি হার্নান্দেজ মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণাটা ওই সময়েই দিয়েছিলেন। জাভির দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁর উত্তরসূরি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে এখনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই বার্সেলোনায়। অনেকের ধারণা, জাভিকে আরও এক বছর থেকে যেতে বলবে বার্সেলোনার পরিচালনা পর্ষদ। বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেনও। কিন্তু প্রস্তাব দেওয়া বা জাভির দিক থেকে পরের মৌসুমেও দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক আভাস পাওয়া যায়নি। বার্সেলোনার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে তাই নতুন কোচ খোঁজার কাজটি চালিয়ে যেতে হচ্ছেই। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, বার্সেলোনার সম্ভাব্য কোচের তালিকা এখন ছোট হয়ে এসেছে। এর মধ্যে শীর্ষ নাম লুইস এনরিকে। বার্সেলোনার সাবেক এই কোচ এখন পিএসজির দায়িত্বে। আগামী ১৬ এপ্রিল চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলতে দল নিয়ে বার্সার মাঠে আসবেন তিনি। ৫৩ বছর বয়সী এনরিকের সঙ্গে পিএসজির চুক্তির মেয়াদও এক বছর বাকি। তবু জাভির অবর্তমানে বার্সেলোনা যদি কাউকে নিশ্চিন্তে দায়িত্ব দিতে চায়, সেটি এনরিকেই। সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে এই ক্লাবকে তিনি বেশ ভালো করে চেনেন। বার্সেলোনার সংস্কৃতি, তরুণ ফুটবলার ও খেলার ধরন—কোনো কিছুই এনরিকের জন্য নতুন হবে না। তবে অনেক সময়ই ঘুরে দাঁড়াতে নতুন পরিকল্পনা, নতুন মুখের দরকার হয়। এদিকে বাড়তি গুরুত্ব দিলে বার্সেলোনা কোচ করতে পারে হান্সি ফ্লিককে। বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির সাবেক এই কোচ এখন বেকার। বার্সেলোনার কোচ হতে তাঁর আগ্রহও আছে। ফ্লিকের যিনি এজেন্ট, সেই পিনি জাহাভি আবার বার্সেলোনার সভাপতি লাপোর্তার ভালো বন্ধু। সবচেয়ে বড় কথা বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ফ্লিকের সাফল্য (২ মৌসুমে ৭ ট্রফি) বার্সেলোনা পর্ষদকে ফ্লিকের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত ফ্লিক বা এনরিকের কেউ কোচ না হলে চমক হতে পারেন রাফায়েল মার্কেজ। বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এখন বার্সেলোনা 'বি' দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। পেপ গার্দিওলা যেমন বার্সেলোনা মূল দল দিয়ে প্রথম সিনিয়র কোনো দলের কোচিং শুরু করেন, মার্কেজও হতে পারেন তেমন কেউ। তবে এই নাম তিনটির কোনোটিকেই হয়তো বার্সেলোনার ডাগআউটে দেখা যাবে না, যদি জাভি কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হন। জাভি ও লাপোর্তা দুজনই বিশ্বাস করেন, চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার এখনো কিছু একটা অর্জনের সুযোগ আছে।

বক্স অফিস

ফিল্মি কেরিয়ার নিয়ে হিরণকে খোঁচা দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ এবার ঘাটালে দেব-হিরণের মহারণ। চব্বিশের লোকসভা ভোটে ঘাটাল নিঃসন্দেহে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। যে এলাকা টলিউড সুপারস্টার দেবের গড় বলে পরিচিত, সেখানেই বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। ঘাসফুলের জমিতে পদ্ম ফোটানোর মরিয়া চেষ্টায় তিনি। টলিউডের 'চ্যাম্পিয়ন' বনাম 'মাচো মস্তানা'র ব্লকবাস্টার প্রচারে মজেছেন ঘাটালের মানুষও। বহুবার হিরণ আক্রমণ করেছেন দেবকে। তবে বারবার হাসিমুখে বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ। কিন্তু এবার হিরণের 'ব্যর্থ ফিল্মি কেরিয়ার' প্রসঙ্গ তুলে তোপ টলিউড সুপারস্টারের। বিগত কয়েক বছর ধরেই সিনেপর্দায় অনুপস্থিত হিরণ চট্টোপাধ্যায়। ইন্ডাস্ট্রির লাইমলাইট থেকেও দূরে। শেষমেশ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে দলবদলে রাজনৈতিক কেরিয়ারে কপাল খোলে খড়গপুরের তারকা বিধায়কের। অন্যদিকে দেব দুবারের ঘাটাল সাংসদ। ইন্ডাস্ট্রি, বক্স অফিসেও দাপিয়ে ব্যাট করছেন। এবার জিতলে সাংসদ হিসেবে হ্যাট্রিক করবেন। দেব কিন্তু চব্বিশের লোকসভা ভোটের ফল নিয়েও বেশ আত্মবিশ্বাসী। তবে বারংবার প্রতিদ্বন্দী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের আক্রমণে সম্ভবত বেজায় বিরক্ত হয়েছেন এবার তিনি। তাই প্রতিপক্ষের ব্যর্থ ফিল্মি কেরিয়ার নিয়ে কথা বলতেও পিছপা হলেন না। এক সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক দেব। তাঁর মন্তব্য, "হিরণের কোথাও একটা সমস্যা আছে। ও আমার থেকে একটু সিনিয়র হতে পারে, তবে টলিউডে আমাদের দুজনের কেরিয়ারই সম্ভবত একসঙ্গে শুরু হয়েছিল। আমি একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি। ও হয়তো পৌঁছতে পারেনি। সেই আক্ষেপটাই এখন মেটাচ্ছে।" ভোট প্রচারের ময়দানে তিনি তারকা দেব নন, আরও বেশি করে ঘাটালের 'ঘরের ছেলে' হয়ে উঠেছেন। ঘাটালের দু'বারের তারকা সাংসদ এবার প্রচারের ময়দানে আমজনতার নাড়ির জড়িপ মেপে আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, "গতবারের তুলনায় এবার আরও বেশি মার্জিনের ভোটে জিতব।" আর প্রচারের ময়দানেও পদে পদে সুপারস্টারের সেই আত্মবিশ্বাস চোখে পড়ছে। কোনওরকম চাপ বা উত্তেজনা নেই, বরং ঘাটালের পিচে খোশমেজাজে দাপিয়ে ব্যাটন চালাচ্ছেন দেব।

আবেগতাড়িত সতীশের বন্ধুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ অভিনেতা সতীশ কৌশিক আজ আর নেই। তবে মৃত্যুর পর আরও একবার পর্দায় জীবন্ত ধরা দেবেন সতীশ। আরবাজ খান প্রযোজিত চলচ্চিত্র 'পাটনা শুক্লা' ছবিতে আরও একবার দেখা যাবে অভিনেতাকে। শুক্রবার, ২৯ মার্চ মুক্তি পেল 'পাটনা শুক্লা' ছবিটি। তার আগে শুক্রবার ছিল ছবির প্রিমিয়ার। সেখানে হাজির ছিলেন সলমন খান। প্রিমিয়ারে সতীশের প্রসঙ্গ উঠতেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন 'ভাইজান'। সতীশ কৌশিকের সঙ্গে একসঙ্গে বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন সলমন। এমনকী সতীশের পরিচালনায় 'তেরে নাম' ছবিতে কাজও করেছিলেন সল্লু। প্রয়াত সতীশের ছবির প্রিমিয়ারে এসে তাই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন তিনি। বলেন, 'আমরা দুজনেই দুজনের কাছের ছিলাম। সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো উনি (সতীশ) মৃত্যুর আগে ওঁর প্রতিটি প্রজেক্টের কাজ শেষ করেছেন। কিসি কা ভাই কিসি কা জান-ছবিতেও উনি ছিলেন।' প্রসঙ্গত সতীশ কৌশিক ২০২২ সালে 'পাটনা শুক্লা' ছবির কাজ শেষ করার পরে সলমান ও আরবাজের সঙ্গে একটা ছবিও শেয়ার করেন। ক্যাপশনে লেখেন, 'আমাদের পাটনা শুক্লা' সিনেমাটি শেষ হওয়ার পরে আরবাজের বাড়িতে সমস্ত কলাকুশলীদের নিয়ে একটা গেট-টুগেদার... এটা খুবই মজার ছিল ... সকলকে জন্য শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা..'। প্রসঙ্গত অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজক সতীশ কৌশিক ২০২৩এর-৯ মার্চ মারা যান। যিনি বহু সুপারহিট ছবিতে অভিনয় করেন। এর মধ্যে রয়েছে 'মিস্টার ইন্ডিয়া' 'সাজন চলে শশুরাল', 'জুদাই', 'মি. অয়ন্ড মিসেস খিলাড়ি', এবং সলমন খান অভিনীত 'তেরে নাম'-এর পরিচালক হিসাবে কাজ করেন, ছবিটি সাফল্যও পায়। প্রসঙ্গত 'পাটনা শুক্লা' ছবিতে রয়েছেন রবিনা ট্যান্ডন, যিনি একজন সাধারণ মহিলা, রোল নম্বর কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া এক ছাত্রের সাক্ষী ছিলেন। আর এই ছবিতে বিচারকের ভূমিকায় দেখা যাবে প্রয়াত অভিনেতা সতীশ কৌশককে। তবে শুধু সালমানই নয় বলিউডের সব অভিনেতারাই আবেগতাড়িত।

পরিণীতি অন্তঃসত্ত্বা? মুখ খুললেন নিজেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাঘব চড্ডার সঙ্গে সাত পাক বাধা পড়েন পরিনীতি চোপড়া। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নিয়ে জল্পনা চলছিল। সম্প্রতি পরিনীতি তাঁর আসন্ন ছবি 'চমকিলা'র ট্রেলার লঞ্চে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী ওভারসাইজ কাফতান ড্রেস পরেছিলেন। ঢিলেঢালা পোশাক পরার জন্য পরিনীতিকে পরতে সমালোচনার মুখে। অনেকেই সন্দেহ করে বলেছেন যে, বেবি বাম্প লুকনোর জন্য এধরনের পোশাক পরেছেন। কিছুদিন আগেও মুম্বই এয়ারপোর্টে ক্যামেরাবন্দি হন পরী। সেদিন একটি কালো রঙের ম্যাক্সি ড্রেস পরেছিলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে ছিল ডেনিম জ্যাকেট। সেখান থেকেই তৈরি হয় জল্পনা। অনেকেই মনে করেন যে, মা হতে চলেছেন তিনি। এমনকী অনেকেই অভিনেত্রীর বেবি বাম্পও দেখতে পান। আসলে পরিণীতির পোশাক থেকেই তৈরি হয় এই জল্পনা। অবশেষে প্রেগনেন্সির গুজবকে উড়িয়ে মুখ খুললেন পরিনীতি। বৃহস্পতিবার অভিনেত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মুখ খোলেন। তিনি হাসির ইমোজি দিয়ে লেখেন, 'কাফতান ড্রেস =গর্ভাবস্থা। ওভার সাইজড শার্ট=গর্ভাবস্থা। আরামদায়ক ভারতীয় কুর্তা= গর্ভাবস্থা।' পরিনীতির ওভারসাইজড পোশাক পরা নিয়ে অনেকেই ভাবছিলেন যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা। তিনি সেই জল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ভোটের বাজারে রাজনীতিতে কাপুর সিস্টার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ মার্চঃ দলের ভোটবাক্স ভারী করতে প্রচারের ময়দানে তারকামুখের ঝলক, এদেশে নতুন নয়। লোকসভা ভোট দুয়ারে কড়া নাড়তেই বিটাউনের দুই কাপুরকন্যার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জল্পনা জোড়াল হয়েছে। বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেই করিশ্মা কাপুর ও করিনা কাপুরদের রাজনৈতিক অভিষেক ঘটতে চলেছে। রাজনীতি আর গ্ল্যামার দুনিয়া বর্তমানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারকাদের রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণের খবর নতুন নয়! এযাবৎকাল বহু তারকা সাংসদ-বিধায়ক পেয়েছে দেশবাসী। সুনীল দত্ত, হেমা মালিনী, জয়া বচ্চন, জয়াপ্রদা থেকে অমিতাভ বচ্চনের মতো প্রথম সারির বহু তারকাকে রাজনীতির ময়দানে দেখা গিয়েছে। অনেকেই ভোটে জিতে রাজ্যসভা ও লোকসভাতে গিয়েছেন। অমিতাভ বচ্চনের যদিও বছর তিনেকের মধ্যেই রাজনৈতিক মোহভঙ্গ হয়েছিল তবে আজও স্বমহিমায় লড়ে যাচ্ছেন হেমা-জয়ারা। এবার শোনা গেল, বলিউডের 'কাপুর সিস্টার্স'ও রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন। সামনেই লোকসভা। আর সেই আবহেই বলিপাড়ার দুই কাপুরকন্যার রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণের জল্পনা শুরু হতেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি করিশ্মা-করিনারাও ভোটে লড়ছেন? বালাসাহেব ভবনে এক অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডের হাত ধরে শিব সেনা পার্টিতে যোগ দিতে চলেছেন করিনা এবং করিশ্মা। তবে দুই বোন শিব সেনার হয়ে লোকসভায় লড়বেন কিনা সেটা জানা যায়নি। কিন্তু করিশ্মা-করিনারা যে শিবসেনার হয়ে প্রচার করবেন, সেই জল্পনা তুঙ্গে। তবে চমক এখানেই শেষ নয়! সূত্রের খবর, প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ গোবিন্দাও শিবসেনার যোগ দেন। শুধু তাই নয়, প্রার্থীও হতে চলেছেন বলে খবর।